

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-১ অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.২০৪.২০১৭-৪৩৮

তারিখঃ ০২/১১/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০।

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

- ১.১ এই নীতিমালা 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' নামে অভিহিত হইবে।
- ১.২ বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি) কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত এই নীতিমালা বাংলাদেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট এ ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ হইতে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে।

২.০ প্রার্থীর যোগ্যতাঃ

- ২.১ আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে। কেবল মাত্র সরকার কর্তৃক বিদেশিদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীগণ আবেদন করিতে পারিবেন।
- ২.২ বিজ্ঞান বিভাগসহ এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান দুইটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ কমপক্ষে ৯.০০ পয়েন্ট হইতে হইবে।
- ২.৩ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সকল উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা দুইটিতে মোট জিপিএ কমপক্ষে ৮.০০ পয়েন্ট হইতে হইবে। তবে এককভাবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০ পয়েন্ট এর কম গ্রহণযোগ্য নহে।
- ২.৪ এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় অবশ্যই Physics, Chemistry ও Biology থাকিতে হইবে এবং জীববিজ্ঞানে (Biology) ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ পয়েন্ট থাকিতে হইবে।
- ২.৫ যেই শিক্ষাবর্ষের জন্য মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজ/ ডেন্টাল ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে সেই ইংরেজি বর্ষে বা তৎপূর্ববর্তী ইংরেজি বর্ষে প্রার্থীকে এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তাহার এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষায় পাশের পূর্ববর্তী দুই ইংরেজি বৎসরের মধ্যে এসএসসি/ সমমান পরীক্ষায় পাশ হইতে হইবে।
- ২.৬ “ও” লেভেল এর জন্য ০৩ (তিন) টি বিষয় Physics, Chemistry ও Biology থাকিতে হইবে এবং সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাঁচ বিষয় এবং অতিরিক্ত বিষয়ে GPA ২.০০ পয়েন্ট এর অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর যোগ করিয়া GPA নির্ধারণ করা হইবে। তবে সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পয়েন্ট এর বেশি হইবে না। “এ” লেভেল এর জন্য ০৩ (তিন) টি বিষয় Physics, Chemistry ও Biology থাকিতে হইবে। কিন্তু জিপিএ নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত যেই কোন ০৩ (তিন) টি বিষয় বিবেচনায় আনা হইবে। অতিরিক্ত বিষয়ে জিপিএ ২.০০ এর অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর যোগ করিয়া GPA নির্ধারণ করা হইবে। তবে সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পয়েন্ট এর বেশি হইবে না। উক্ত সনদপত্র সরকারি/ বেসরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১

৩.০ ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

- ৩.১ এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ মোট ২০০ নম্বর হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে। এসএসসি ও এইচএসসি তে প্রাপ্ত জিপিএ এবং ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করিয়া প্রার্থী নির্বাচন করা হইবে। কোন শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস/ বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসি পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণদের সর্বমোট (Aggregated) নম্বর (এস এস সি/ সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জি পি এ এর ১৫ গুন + এইচ এস সি/ সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জি পি এ এর ২৫ গুন + ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর) এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করা হইবে। তবে পূর্ববর্তী বৎসরের এইচ এস সি পাশ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৫ নম্বর এবং পূর্ববর্তী বৎসরের সরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজ/ ডেন্টাল ইউনিটে ভর্তিকৃত ছাত্র- ছাত্রীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) নম্বর কর্তন করিয়া মেধা তালিকা তৈরি করা হইবে।
- ৩.২ সরকারি ও বেসরকারি সকল মেডিকেল কলেজের জন্য একই সঙ্গে একই প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর সরকারি ও বেসরকারি সকল ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটের জন্য একই সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ইংরেজি মাধ্যমের “ও” এবং “এ” লেভেল পাশ করিয়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র প্রনয়ণ করিতে হইবে।
- ৩.৩ লিখিত ভর্তি পরীক্ষা ১০০ টি প্রশ্নের প্রতিটি ১ নম্বর করিয়া মোট (এইচএসসি বা সমমান সিলেবাস অনুযায়ী) ১০০ (একশত) নম্বরের বিষয় ভিত্তিক বিভাজন পদার্থবিদ্যা=২০, রসায়নবিদ্যা=২৫, জীববিজ্ঞান=৩০, ইংরেজী=১৫ ও সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ=) ১০ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।
- ৩.৪ লিখিত পরীক্ষার প্রতিটি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হইবে।
- ৩.৫ লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বর এর কম প্রাপ্তরা অকৃতকার্য বিবেচিত হইবে।

৪.০ মেধা তালিকা ও প্রার্থী নির্বাচনঃ

- ৪.১ অনুচ্ছেদ ২.১ অনুযায়ী শুধুমাত্র ভর্তি (লিখিত) পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের জাতীয় মেধা তালিকা (বিশেষ কোটা যদি থাকে উল্লেখসহ) প্রকাশ করা হইবে।
- ৪.২ সরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজ/ ডেন্টাল ইউনিটে ভর্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলের অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসন বাদে অবশিষ্ট আসনে জাতীয় মেধায় ৮০% এবং জেলা কোটায় (সংশ্লিষ্ট জেলার প্রার্থীদের মেধানুসারে) ২০% প্রার্থী নিবাচন করা হইবে।
- ৪.৩ জাতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের পরপরই বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটে ভর্তির জন্য একটি সিডিউল প্রকাশ করিতে হইবে। স্ব-স্ব বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ উক্ত সিডিউল অনুযায়ী একাধিক জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ভর্তির জন্য ব্যাপক প্রচারণা গ্রহণ করিবে। এ ক্ষেত্রে ভর্তি ফরমের মূল্য হিসেবে সর্বোচ্চ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা গ্রহণ করিতে পারিবে।
- ৪.৪ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ সমূহে প্রাপ্ত আবেদনকারীদের জাতীয় মেধা তালিকার ক্রম অনুযায়ী বিন্যাস করিয়া একটি মেধা তালিকা প্রকাশ করিবে। এ তালিকা হইতে ভর্তির জন্য সিডিউল প্রস্তুত করিবে। এ তালিকা ও সিডিউল সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েবসাইট, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও দৃশ্যমান স্থানে প্রকাশ করিবে। প্রকাশের দিন থেকে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। পরবর্তীতে শূন্য আসনে একই ভাবে ন্যূনতম তিন কর্ম দিবসের জন্য ভর্তি কার্যক্রম উন্মুক্ত থাকিবে। কোন ক্রমেই মেধাক্রমের ব্যতিক্রম করা যাইবেনা।
- ৪.৫ কলেজ কর্তৃপক্ষ সিডিউল অনুযায়ী ভর্তির অগ্রগতি তালিকাসহ পরিচালক (চিশিজ), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-কে দফায় দফায় তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন।

৫.০ সার্টিফিকেট সমূহ নিরীক্ষণঃ

৫.১ ভর্তির পর কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর এসএসসি, এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সনদ ও নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড দ্বারা সত্যতা যাচাই করিবেন। অনুচ্ছেদ ১০ এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় সত্যতা যাচাই করা না হইয়া থাকিলে বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সনদপত্র এবং নম্বরপত্র সমূহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া যাচাই এর ব্যবস্থা কলেজ কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে।

৫.২ এই প্রতিবেদন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬.০ মাইগ্রেশন বা কলেজ বদলি (সরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজের জন্য প্রযোজ্য)ঃ

৬.১ ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষে শূন্য আসনসমূহের বিপরীতে ভর্তিকৃত ছাত্র/ ছাত্রীদের আবেদন, মেধাস্থান ও কলেজ পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের (অটোমাইগ্রেশন) সুযোগ দেওয়া হইবে। মাইগ্রেশন শেষে প্রাপ্ত শূন্য আসনসমূহ অপেক্ষমাণ তালিকা হইতে মেধাক্রম অনুসারে পূরণ করা হইবে।

৬.২ অনুচ্ছেদ ৬ (১) এ বর্ণিত নিয়ম ব্যতীত অন্যকোন ভাবে এক মেডিকেল কলেজ হইতে অন্য মেডিকেল কলেজে বদলি হওয়া বা করা যাইবে না।

৭.০ কারিকুলাম ও ইন্টার্নশীপঃ

এমবিবিএস/ বিডিএস কোর্সের ছাত্র/ ছাত্রীদেরকে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি) অনুমোদিত চলতি কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হইবে। কোর্স শেষে স্ব স্ব মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে এক বছর ইন্টার্নশীপ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

৮.০ নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষণ, ফলাফল চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশ ৬.১ এ বর্ণিত মাইগ্রেশন কার্যক্রমের দায়িত্ব পরিচালক (চিশিজ), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৯.০ সংরক্ষিত আসন ও এ আসনের জন্য প্রযোজ্য সনদপত্রঃ

৯.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানাদির জন্য মোট আসনের ২% আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

৯.২ এ ছাড়া পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ উপজাতীয় এবং তিনটি পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের জন্য (৯+৩)=১২ (বার) টি, এবং পার্বত্য জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) প্রার্থীদের জন্য ০৮ (আট) টি সহ সর্বমোট ২০ (বিশ) টি আসন সরকারি মেডিকেল কলেজের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। পার্বত্য জেলার ১২ টি আসনের মধ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি হতে ০৩ (তিন) টি পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) এবং ০১ (এক) টি অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। সরকারি ডেন্টাল কলেজের জন্য ০৫ টি আসন উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। এই আসনের মধ্যে পার্বত্য ০৩ টি জেলার জন্য ০৩টি এবং পার্বত্য জেলার বাহিরে অন্যান্য উপজাতীয়দের জন্য ০২টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

৯.৩ বেসরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট এর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানাদির জন্য সংরক্ষিত ২% আসন স্ব-স্ব কলেজ/ইউনিট এর জন্য অনুমোদিত আসনের মধ্যে সীমিত থাকিবে।

৯.৪ পার্বত্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্কেল চীফ এবং জেলা প্রশাসকের সনদ ও অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্কেল চীফ বা জেলা প্রশাসকের সনদ এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গোর্ প্রধান ও জেলা প্রশাসকের সনদ দাখিল করিতে হইবে।



- ৯.৫ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ বা ১৯৯৭-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরিত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।
- ৯.৬ বেসরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজ/ ডেন্টাল ইউনিটসমূহের জন্য ৫% আসন অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই আসনের ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন ভাতাদি ও সেশন চার্জের অতিরিক্ত কোন প্রকার ফি গ্রহণ করিতে পারিবে না।
- ৯.৭ অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বাছাই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা থেকে ২৩/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-স্বাপকম/চিশিজ/গমেছাঃ/বেসমক ভর্তি-০২/২০১২/৮৬৮ অনুযায়ী Short List তৈরি করিয়া স্ব-স্ব কলেজের গভর্নিং বডির মাধ্যমে করিতে হইবে।

১০.০ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদন পদ্ধতিঃ

- ১০.১ দেশি বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম একই সাথে শুরুর স্বার্থে বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রীদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেশীয়দের পূর্বেই জারি হইতে হইবে। বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রীদের আবেদনপত্র, এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান সনদপত্র এবং নম্বর পত্র নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে সত্যায়ন সহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হইবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে সমতাকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- ১০.২ বেসরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রীগণ নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদপত্র ও নম্বরপত্র প্রত্যয়ন করিয়া সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র তাহার পছন্দের মেডিকেল কলেজের নাম উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করিবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তালিকা প্রস্তুত করিয়া আবেদনগুলো স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং একটি তালিকা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করিবে। আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সমতাকরণসহ ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের কাগজপত্র স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করিবে এবং একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট দূতাবাস ও সামগ্রিক তালিকা এই বিভাগে প্রেরণ করিবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে প্রেরিত বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশ করিবে এবং ব্যাপক প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।
- ১০.৩ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কোন বাংলাদেশি ছাত্র/ ছাত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির আবেদন করিলে তাহাকে এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং যেই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করিয়াছেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন/প্রশংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে।
- ১০.৪ কূটনৈতিক কারণে সার্কভুক্ত কোন দেশের জন্য সংরক্ষিত কোটার শূন্য আসনে অন্য কোন দেশের ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তি করা যাইবে না। তবে মন্ত্রণালয় নন-সার্ক কোটার শূন্য আসনে স্থানীয় প্রার্থীদের মেধায় ক্রমানুসারে ভর্তির অনুমোদন দিতে পারিবেন।
- ১০.৫ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি মেডিকেল কলেজ/ ডেন্টাল কলেজ/ ইউনিট এর জন্য জিপিএ ৮.০০ (আট) এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ ডেন্টাল কলেজ/ ইউনিট জন্য জিপিএ ৭.০০ (সাত) নির্ধারণ করিয়া মেধা তালিকা তৈরি করা হইবে।

১১.০ ভুল বা মিথ্যা তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

কলেজে ভর্তির পূর্বে বা পরে দেশি বা বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোন তথ্য মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাহার ভর্তি বাতিল করা সহ আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানেই অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত দেশি/বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাইবে না।

১২.০ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের আসন সংরক্ষণঃ

১২.১ সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সার্ক কোটায় ১১২ টি (এমবিবিএস-৯৯ টি ও বিডিএস- ১৩টি) আসন এবং নন-সার্ক কোটায় ১০৯ টি (এমবিবিএস-৮২ টি ও বিডিএস- ২৭ টি) আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

১২.২ বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তির যোগ্য বেসরকারি কলেজ সমূহে কলেজের মোট আসনের সর্বোচ্চ ৪০% বিদেশি ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে দেশি ছাত্র/ছাত্রী দ্বারা এই আসন পূরণ করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে দেশি ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যেই আর্থিক ব্যবস্থাপনা জড়িত তাহাই প্রযোজ্য হইবে। কোন অবস্থায় বিদেশি ছাত্রদের প্রযোজ্য হারে ফি-সমূহ আদায় করা যাইবে না।

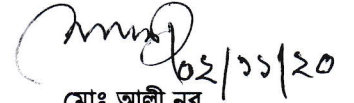
১৩.০ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনাঃ

ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিএমএন্ডডিসি অনুমোদিত একটি কমিটি থাকিবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪.০ নীতিমালার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেই কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৫.০ রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

এই নীতিমালা জারি হওয়ার তারিখ হইতে “মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১৯” বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া স্বাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম এই নীতিমালার অধীন নিষ্পত্তি হইবে।


মোঃ আলী নূর
সচিব


স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.২০৪.২০১৭-৪৩৮

তারিখঃ ০২/১১/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। ভাইস-চ্যান্সেলর, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সকল)।
- ০২। অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ০৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ০৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ০৫। যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ০৬। সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বিজয়নগর, ঢাকা।
- ০৭। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ০৮। ডীন, চিকিৎসা অনুষদ.....বিশ্ববিদ্যালয়।
- ০৯। অধ্যক্ষ, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ (সকল)।
- ১০। অধ্যক্ষ, সরকারি ও বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট/ইনস্টিটিউট (সকল)।
- ১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ১২। উপসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ১৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।


০২/১১/২০২০
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বকাউল
উপসচিব
ফোন-৯৫৪০৭৩০